দৈনিক [illegible]কিলাব

57

তারিখ FEB. 2 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৭

মাদ্রাসায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ-কাহিনীর অন্তরালে

ইসলামী শিক্ষা বিস্তার রোধে এনজিওরা নেপথ্যে তৎপর

মফিজুর রহমান ঃ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসার রোধ করার লক্ষ্যে এনজিও'রা ওঠেপড়ে লেগেছে। এরই প্রেক্ষাপটে এনজিও'র রোষানলের শিকার হয়েছে এদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাদের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের ৪৫০টি গুচ্ছগ্রাম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাকে তথাকথিত 'তালেবান' বা 'মুজাহিদ' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে একটি হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়া চলছে। গুচ্ছগ্রামে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এনজিওগুলোর যেন মাথায় বাজ পড়েছে। তাদের আদর্শের প্রতি এদেশে জনগণের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। এনজিওগুলোর দীর্ঘদিনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের উপক্রম হওয়ায় এনজিওরা ইসলামী বেসরকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এনজিওদের রোষানলের শিকার ঢাকা মহানগরীর উত্তরা থানা এলাকায় অবস্থিত একটি মাদ্রাসা এবং ৪৫০টি গুচ্ছগ্রাম মাদ্রাসা। অপরাধ দমন বিভাগ (সিআইডি) ও সরকারের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা তথাকথিত মুজাহিদ প্রশিক্ষণের জন্য যে ৪২১টি মাদ্রাসাকে

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

এনজিওরাও তৎপর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবিষ্কার করেছে বলে প্রচার করেছে সেগুলো ওই ৪৫০টি গুচ্ছগ্রাম মাদ্রাসারই অংশ বলে জানা গেছে। ওই মাদ্রাসাগুলোতে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ থেকে অর্থপ্রাপ্তির কল্পকাহিনী গত এক সপ্তাহ ধরে পুলিশ প্রচার করে চলেছে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে এসে সিআইডি'র ওই প্রচারেও ভাটা পড়ে। কতিপয় পত্রিকায় ওই তথ্য গিলিয়েছে খোদ সিআইডি। তারা কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা চেষ্টার মোটিভ উদঘাটনে ব্যর্থ হয়ে বিষয়টি অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে। পৃথক দু'দফা গ্রেফতার ঘটনাকে একই সূত্রে গাঁথার চেষ্টা করে চলেছে তারা।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বেসরকারী ধর্মীয় সংস্থার নাম 'দি সার্ভেন্ট অব সাফারিং হিউম্যানিটি'। এ সংস্থা বাংলাদেশের দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের বিনামূল্যে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার জন্য একটি বেসরকারী সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করে আসছে দু'বছরে ধরে।

'এদারা এখুদ্দামুল কুরআন' নামের ওই সংস্থা সরকারের এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন নিয়ে (রেজিঃ নং-১২২৩) গত বছর ১৯ মার্চ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বেসরকারী ওই ইসলামী সংস্থার পরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশের সকল গুচ্ছগ্রামে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা।

প্রাথমিকভাবে গত বছর থেকে ৪৫০টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই মাদ্রাসায় দেশের গরীব ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষাসহ বাংলা, ইংরেজী ও অংক শিক্ষা দেয়া হয়। প্রত্যেক মাদ্রাসায় এজন্য নিয়োজিত রয়েছেন একজন করে মোয়াল্লেম বা শিক্ষক। যাদের প্রতিমাসের বেতন দেড় হাজার টাকা এবং ৫শ' টাকা অতিরিক্ত আহারভাতা। প্রতি দু'মাস পর পর এ ভাতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের 'এদারা এখুদ্দামুল কুরআন' নামের সংস্থা গুচ্ছগ্রাম মাদ্রাসার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বই, স্লেট, পেন্সিল, চক, ব্ল্যাকবোর্ড সরবরাহ করেছে। গুচ্ছ গ্রামের ফাঁকা ঘর বা কমিউনিটি সেন্টার ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক থেকে দেড়শ' জন। এর বেশী হলে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আর একটি মাদ্রাসা। টঙ্গীর এরশাদ নগরে রয়েছে এ ধরনের ৮টি মাদ্রাসার অস্তিত্ব। ওই সব মাদ্রাসায় নূরানী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বলে জানা যায়।

সূত্র মতে, ইসলামী বেসরকারী সংস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হলে এনজিওদের মাথায় বাজ পড়ে। এনজিওদের ইসলাম বিরোধী শিক্ষা প্রদানের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হলে অনেকেই সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাতার নীচে সমবেত হতে থাকে। এতে গুচ্ছগ্রামের এনজিও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তারা পিছু লাগে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। উত্তরা থানাধীন দক্ষিণ খানের সর্দার বাড়ীস্থ সর্দার সুরুজ্জামান মহিলা মহাবিদ্যালয় ও একটি অনুরূপ বেসরকারী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠান থেকেই গত ২৪ জানুয়ারী দিবাগত রাত ৩টায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক আহমদ সাদিক আহম্মদ, পাকিস্তানের নাগরিক মোহাম্মদ সাজেদ ও বাংলাদেশের বখতিয়ার হোসেনসহ ৫ জনকে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক তার দেশীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের 'এদারা এখুদ্দামুল কুরআন' নামক বেসরকারী সংস্থার পরিচালক। তিনি বছরে ২/৩ বার বাংলাদেশে আসেন এবং ২০ থেকে ২৫ দিন অবস্থান করে গুচ্ছগ্রামগুলোর মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে চলে যান। তিনি বৈধভাবেই বাংলাদেশ সফর করে থাকেন। পাকিস্তানী নাগরিক মোহাম্মদ সাজেদ ওই ইসলামী সংস্থার তদারক। তিনি একজন 'পরিদর্শক' হিসেবে নেপাল, পাকিস্তান, সুদান, বসনিয়া ও বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত তাদের সংস্থার ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে দেখেন। তিনিও বৈধভাবে বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করেন। পরিদর্শক হিসেবে তার মুভমেন্ট সবচেয়ে বেশী। উত্তরা থেকে গ্রেফতারকৃত বখতিয়ার হোসেনও দুই হাজার টাকা বেতনের ওই সংস্থার কর্মচারী। তবে সব জায়গাই তাকে যেতে হতো বলে কঠোর ব্যবস্থাপনার মধ্যে খাতায় সই করে তাকে টিএডিএ নিতে হতো।

উত্তরায় উল্লেখিত মহিলা মাদ্রাসার আশপাশের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই তাদের কাছে পরিচিত। স্থানীয় একটি প্যাকেজিং মিলের শ্রমিক সুরুজ্জামান দুই হাজার টাকা বেতন ও ৫০০ টাকার বাড়ীভাড়া পেয়ে চাকরি করেন। তিনি বলেন, ওই মাদ্রাসায় তার মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। অতিরিক্ত শিক্ষা হিসেবে ইতিমধ্যেই সে পবিত্র কুরআন পড়তে শিখেছে। ওই শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট। একটি ওষুধ কোম্পানীর চাকুরে আবদুল গনির মতে, ইসলামী সংস্থাটি দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্যই কাজ করছে। মুজাহিদ হোসেন নামের একজন গার্মেন্টস্ শ্রমিক জানান, তিনি দক্ষিণখান মধুবাগের মাদ্রাসায় তার লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছোট ভাই হুমায়ুন কবিরকে ভর্তি করে খুব ভাল ফল পেয়েছেন। মাদ্রাসায় দেয়ার পর সে কুরআন শিখেছে। পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছে।

সর্দার সুরুজ্জামান' মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তদারক। গ্রেফতারকৃত বখতিয়ার হোসেনের পিতা মোহাম্মদ নূরুজ্জামান জানান, তার ছেলে ১৪/১৫ বছর আগে কুরআনে হাফেজ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাকিস্তান যায়। '৯৬ সালের শেষের দিকে সে পাকিস্তান থেকে মাওলানা ও মুফতী হয়ে দেশে ফেরে। তিনি আরও বলেন, তার ছেলে কোন অস্ত্র প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত নয়। সরকারের রাজনৈতিক চাল হিসেবে তার ছেলেকেসহ উল্লেখিত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন, হাজার কোটি ডলার দিয়ে এদেশে ইসলামবিরোধী এনজিও অপতৎপরতা চলতে পারলে ইসলামী শিক্ষার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ আসলে তাতে দোষ কোথায়? তিনি এও বলেন, এদেশে ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী তৈরী ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রচারণা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কল্পনাপ্রসূত।